R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

জায়গা বিক্রয়

মিঞাপুর যাবার পথে "রাকেশ ইঁট ভাটা"র প্রায় তিন বিঘা রাস্তা লাগোয়া জায়গা এক সঙ্গে অথবা ২/৩ কাঠার প্লট হিসাবে বিক্রী করা হবে। যোগাযোগের স্থান—
শ্রীনিবাস আগরওয়ালা (পাতিয়া)
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ভি ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ
ব্রাঞ্চ : ষ্টুডিও চিত্রশ্রী-২
রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা
এজেণ্ট : স্ন্যাপ কালার ল্যাবঃ

৭৮ বর্ষ
৮ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৫শে আষাঢ় বুধবার, ১৩৯৮ সাল
১০ই জুলাই, ১৯৯১ সাল।

নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫৲

গ্রামে গ্রামে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াই চলছে

জঙ্গিপুর : নির্বাচন শেষ হবার পর থেকেই রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সেকেন্দ্রা ও মিঠিপুর অঞ্চলের গ্রামগুলোতে সি পি এম সন্ত্রাস শুরু করেছে বি জে পি ও কংগ্রেসকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করতে। পুলিশ ক্যাম্পগুলি এ বিষয়ে এক তরফাভাবে কাজ করছে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। ফলে নবকান্তপুর, সেকেন্দ্রা, রাধানগর, মিঠিপুর কার্যতঃ সি পি এম ও কংগ্রেসী সমাজবিরোধী-দের দাপটে বোমা বাজীর মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসীরা আতঙ্কের মধ্যে দিন যাপন করছেন। গত ২৮ জুন বিকেল ৫টা থেকে ৭টা পর্যন্ত ঘন ঘন বোমের ঘাত প্রতিঘাতে যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ নেয়। উভয় দলের সমাজবিরোধীরা হাতে ও বালতিতে বোমা নিয়ে প্রকাশ্যে ছোটাছুটি করতে থাকে। সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষ ভয়ে দুয়োর জানালা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকতে বাধ্য হন। আরো জানা যায় এক দম্পতি বেড়াতে এসে এই পরিস্থিতিতে গাঁয়ে আটকে পড়েন এবং এক বাড়ীতে রাত কাটান। অন্যদিকে খবর ক্যাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার দয়াল মুখার্জী পুলিশ নিয়ে ১ ঘন্টা পর ঘটনাস্থলে এসে বোমাবাজদের কবলে পড়ে আত্মরক্ষার তাগিদে কয়েক রাউণ্ড গুলি চালিয়ে অবস্থা আয়ত্তে আনেন। ঐ ঘটনায় সেদিন কয়েক হাজার বোমা ফেটেছে বলে সংবাদ। এক পক্ষের অভিযোগ সি পি এমের নেতা গিয়াসুদ্দিনের প্ররোচনায় গ্রামের কংগ্রেসীদের উপর পরিকল্পিত আক্রমণ চলতে থাকলে তারা বাধ্য হয়ে প্রতি আক্রমণ শুরু করে। পুলিশের গুলিতে জনৈক ব্যক্তি আহত হন। সীমান্ত এলাকার এই গ্রামগুলিতে প্রায় (শেষ পৃষ্ঠায়)

সমাজবিরোধীদের দাপটে ফরাক্কা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে চতুর্থ ইউনিটের কাজ পিছিয়ে গেল

ফরাক্কা : স্থানীয় বৃহৎ তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের মহাপ্রবন্ধক জানাচ্ছেন তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের চতুর্থ ইউনিটের কাজ ঠিক সময়েই শেষ করা যেত যদি প্রকল্পের পরিস্থিতি সুষ্ঠুভাবে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবার সহায়ক হতো। তা সম্ভব হয়নি বলেই যে কাজ গত ফেব্রুয়ারীতে শেষ হওয়ার কথা তা শেষ হতে আরো এক বছরের মত বেশী সময় লাগবে। ফলে সারা ভারতে শিল্প উৎ-পাদনের ক্ষেত্রে ক্ষতি দাঁড়াচ্ছে প্রায় ৬০০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ পশ্চিমবাংলার ক্ষতি ২৪০০ কোটি টাকার মত। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় দলবাজী সমাজবিরোধীদের দাপটে এই প্রকল্পের জন্ম লগ্ন থেকেই সুষ্ঠুভাবে কাজ চালানো সম্ভব হচ্ছে না। সাম্প্রতিক দুটি ঘটনা থেকে এই চিত্র পরিষ্কার হবে—শঙ্করপুরে নির্মিত এ্যাসপণ্ডের কাজ শুরু হতে না হতে রাজ-নৈতিক চাপে পড়ে ঠিকাদারী সংস্থা তারাপুর কোম্পানী কাজ ছেড়ে দিয়ে চুপচাপে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। বেশ কিছু সময় পর এ্যাসপণ্ডের কাজের দায়িত্ব পান মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ। কিন্তু তাঁদের ঠিকাদাররাও কাজ চালাতে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হন। একদিন দিনেরবেলায় রাজ্য বিদ্যুৎ মন্ত্রীর উপস্থিতিতেই এ্যাসপণ্ডে দু'পক্ষের হামলা চলে। এই ঘটনায় পুলিশ ১৩ জন সমাজবিরোধীকে গ্রেপ্তার করে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ ক্যাম্প বসিয়ে এবং হামলার মোকাবিলায় পুলিশকে গুলি চালাবার ক্ষমতা দিয়ে তবে কাজ চালাতে হচ্ছে। আর একটা ঘটনা—ফিডার ক্যানেলের উপর দ্বিতীয় ডবল রেল লাইন (শেষ পৃষ্ঠায়)

মাধ্যমিকে রাজ্যে চতুর্থ

ফরাক্কা : এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে ফরাক্কা ব্যারেজ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র প্রসেনজিৎ পাল। সে ৬টি বিষয়ে লেটার নিয়ে মোট ৮২০ নম্বর পেয়েছে। প্রসেনজিতের বাবা ইন্দ্রজিৎ পাল ব্যারেজের একজন এ্যাঃ ইঞ্জিনীয়ার। এক সাক্ষাতকারে ব্যারেজ স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল হরিশ রায় আমাদের প্রতিনিধিকে জানান—প্রসেনজিতের এই কৃতিত্বের পেছনে তার মা বাবার (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্কুল নাই কিন্তু শিক্ষকেরা বেতন পাচ্ছেন

জঙ্গিপুর : স্থানীয় পুর শহরের ৯নং ওয়ার্ডের তাঁতিপাড়ায় পুরবোর্ড পরিচালিত একটি ফ্রী প্রাইমারী স্কুল ঘরের অভাবে দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে সম্পূর্ণ বন্ধ। পূর্বে স্কুলটি মসজিদের একটি ঘরে চলতো। কিন্তু ঘরটি সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়ায় সংলগ্ন বাগানে গাছের তলায় কিছুদিন ক্লাস চলে। মসজিদ কমিটি গৃহটি সারিয়ে ওখানে একটি (শেষ পৃষ্ঠায়)

ম্যাটাডোর-ট্রেলার সংঘর্ষে ট্রেলার চালকসহ দুই বরযাত্রীর মৃত্যু

সাগরদীঘি : গত ১ জুলাই ৩৪নং জাতীয় সড়কের মোরগ্রাম লেবেল ক্রসিং থেকে কিছুটা এগিয়ে এসে বাহালনগর পেট্রল পাম্পের কাছে বর-বধূসহ বরযাত্রী বোঝাই একটি ম্যাটাডরের সঙ্গে (নং W B 570272) কল-কাতাগামী এক ট্রেলারের (নং ANM 1563) সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলে ট্রেলার ড্রাইভার আশিক খাঁ মারা যান। (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে আষাঢ় বুধবার ১৩৯৮ সাল

টাকার অবমূল্যায়ন

কেন্দ্রের নূতন সরকার ঝটিতি পর পর দুইবার ভারতীয় টাকার মূল্য হ্রাস করিয়া এক অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক নজির স্থাপন করিয়াছেন। অবশ্য ইতিপূর্বে ছ-এর দশকে টাকার মূল্য কমান হইয়াছিল যদিচ তাহার দ্বারা মূল উদ্দেশ্য তেমন সিদ্ধ হয় নাই। সম্প্রতি যে টাকার মূল্য দুইবার হ্রাস করা হইল, তাহাতে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের প্রত্যক্ষ চাপ রহিয়াছে। আর সেই চাপের কাছে ভারতের নতি স্বীকার না করি । উপায়ও নাই।

বৈদেশিক ঋণ ছাড়া এই দেশের উন্নয়নমূলক এবং অন্যবিধ কাজ সম্ভব নহে। ভারতের মোট জাতীয় আয়ের প্রায় ৪৭ শতাংশ বৈদেশিক ঋণ। নূতন মূল্য হ্রাসের ফলে এখন ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইতেছে ১ লক্ষ ৬২ হাজার কোটি টাকা—এক অভাবনীয় অঙ্ক। এই বিশাল ঋণের বোঝা মাথায় করিয়া এখন চলিতে হইবে।

মূল্য হ্রাসের দরুণ দেশের সর্বত্র সাবিক পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা পরিদৃশ্যমান। এত বড় নয়, এমন বৃহত্তম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার একক ভাবেই লইয়াছেন। সকল রাজনৈতিক দলের সহিত আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত লইলে হয়ত সমীচীন হইত। হয়ত কেন্দ্রীয় সরকার তাহার সময় পান নাই।

দেশের ক্রমবর্দ্ধমান ঘাটতি বাজেট কমাইবার উদ্দেশ্যে নাকি টাকার দাম কমান হইয়াছে। ইহা অপেক্ষাও বড় কথা হইতেছে যে, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের পক্ষ হইতে চাপ দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া শুনা গিয়াছে। টাকার দাম না কমাইলে বৈদেশিক ঋণ পাইবার বহু অন্তরায়ের সৃষ্টি হইবে বলিয়া যে আভাস-ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছিল, তাহার ভিত্তিতেই কেন্দ্রীয় সরকারকে বোধকরি এই ব্যবস্থা লইতে হইয়াছে।

অবশ্য ভারত সরকারের এই নয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল নাকি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কারের সম্ভাব্য সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস দিয়াছেন। তবে টাকার মূল্য হ্রাসের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সর্বস্তরকে স্পর্শ করিবে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য ভারতকে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানীর পরিমাণ যথেষ্ট বাড়াইতে হইবে। দেশের অভ্যন্তরীণ মূল্যমান অনেক বাড়িয়া যাইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে কর এবং শুল্কহার বাড়িবে কিনা, বাজেট পেশ হইবার পূর্বে বলা যাইবে না। তবে বাড়িবার সম্ভাবনাই বেশী। রেলভাড়া, কয়লার দাম, ইস্পাতের দাম বাড়িয়া যাইবার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে। নানা শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া গেলে সব জিনিসের দাম বাড়িতে বাধ্য।

টাকার সাম্প্রতিক অবমূল্যায়ন দেশের দেশের সকলকেই অস্বস্তিতে ফেলিয়াছে। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কী ভূমিকা গ্রহণ করিবেন, পরবর্তীকালে তাহা বুঝা যাইবে।

কেন এ বিপর্যয়?

গোপাল সাহা

তৃতীয় অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাশা অনুযায়ী স্থায়ীত্বতার প্রশ্নটিকে ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিল। দেশের অস্থিতিশীল বাতাবরণ সাধারণ মানুষকে যে পর্য্যায়ে উন্নীত করেছে যেখান থেকে বেঁচে থাকার অভিপ্রায় ছাড়া অন্য স্বপ্নের প্রত্যাশা বাতুলতা মাত্র। দেশের উগ্রপন্থী কার্যকলাপ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গণতন্ত্রকে রক্ষা করার তাগিদে নির্বাচনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে গণতন্ত্র সাধারণ মানুষের 'রক্ষা কবচ' সেটাই যদি কাল রূপে দেখা দেয় তার যৌক্তিকতা কোথায়? আসলে স্বার্থান্বেষী রাজনীতি দেশের এই অস্থির পরিস্থিতির জন্য দায়ী। যে রাজনীতিতে জাতীয়তাবোধ নেই, যে রাজনীতি নেতাদের আখের গুছানর মূল অস্ত্র, যে রাজনীতি ব্যক্ত আক্রোশে ভারাক্রান্ত তার দ্বারা দেশের উন্নয়ন! একটা নির্বোধ চিন্তা মাত্র।

ক্যানসার রোগাক্রান্ত এ গণতন্ত্রকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস অব্যাহত। চার দশক পরেও স্বধীন ভারতের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে—দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সর্বপ্রধান পরিপন্থী আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এবং তার সৃষ্টির মূল উৎস এই অন্তঃসারশূন্য রাজনীতি।

বহুদলীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি যে কোন দেশের ক্ষেত্রেই কাম্য, সেক্ষেত্রে কোয়ালিশন সরকার দেশ চালাবার দায়িত্বভার গ্রহণ করতেই পারে। এর ফলে কিছু না হোক একক শাসন ব্যবস্থার দুর্নীতিগুলো কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা বিশেষ ভারসাম্য স্থাপিত হয়; এতে করে জনসাধারণের মধ্যে একনায়কতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না। অন্যদিকে সরকারের একপেশী নীতি দূরীভূত হয়। তবুও প্রশ্ন ওঠে এই সরকারের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে। এর একমাত্র কারণ সরকারে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দলগুলির দেশের উন্নয়ন সম্পর্কীয় উদার নীতির অভাব এবং পরবর্তীতে এককভাবে সরকার গঠনের প্রবণতা। এর জন্য কোনরূপ গঠনমূলক আন্দোলনের পথ না গ্রহণ করে স্পর্শকাতর জনসাধারণের আবেগে খোঁচা মেরে ভোট যুদ্ধে জয়ী হতে চায়। রাজনৈতিক দলগুলি এইভাবে যদিও সরকার গঠনে সমর্থ হলেও প্রস্তাবিত নীতিগুলি হারিয়ে যায় দলীয় কোন্দলে এবং আখের গোছানর ব্যস্ততায়।

রাজীব গান্ধীর মৃত্যুতে বর্তমান কংগ্রেসের যা অবস্থা তাতে করে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে যে সময় ব্যয় করতে হবে, তারফলে খুব অল্প সময় দেশের জন্য অবশিষ্ট থাকবে। তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে স্থায়িত্বতার শ্লোগান দিয়ে যে দলটি সরকার গঠন করলো বাস্তব ক্ষেত্রে তা কতখানি কার্যকরী হয়ে উঠবে?

এখন আবার বামফ্রন্ট দেশের স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসকে আস্থা ভোটে সম্মতি জানাবে এটা আজ স্পষ্ট। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠে নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে নীতিবাগীশ এই দলটির এ রূপ আচরণের কারণ কি? আসলে বি জে পির অগ্রগতিকে স্তব্ধ করার জন্য দ্বিতীয় কোন রাস্তা খোলা না থাকায় জ্যোতি বসু কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য। কংগ্রেসের যা বর্তমান পরিস্থিতি তাতে করে অদূর ভবিষ্যতে এই দলের মধ্যে যে ভাঙ্গন দেখা দেবে না তা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না। আর এই ভাঙ্গনে সব চাইতে লাভবান হবে বি জে পি: ফল দাঁড়াবে অন্য রকম। কেন্দ্রে একক দল হিসাবে বি জে পির আধিপত্য এবং কংগ্রেসের ভাঙ্গন, কংগ্রেস সম্বন্ধে সাধারন মানুষের মধ্যে একটা বীতশ্রদ্ধ ভাব দেখা দেবে, নীতি এবং স্থায়িত্বতার প্রশ্নে বি জে পি এক ধাপ এগিয়ে থাকবে। ফলে হিন্দুত্ববোধের তীব্রতা, নীতি এবং স্থায়িত্বতার মজবুত রশ্মির উপর ভর করে যাতে কেন্দ্রে বি জে পি আগামী নির্বাচনের আনুকূলিক ফল না ভোগ করতে পারে তারই কারণে আজ শ্রীবসুর কংগ্রেস প্রীতি।

আবার কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের প্রশ্নটি জ্যোতি বসুর মাথায় বিদ্যমান। কংগ্রেসের কাছ থেকে যতখানি সুবিধা আদায় করা সহজ বি জে পির উপস্থিতিতে তা বেশ দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। ফলে রাজ্যস্তরের মানুষের মধ্যে রাজ্য সরকার বিরোধী প্রভাব এবং বি জে পির প্রতি ঝোঁক দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। (৩য় পৃষ্ঠায়)

ব্যারেজ টেলিফোন অফিসে নৈশ প্রহরী প্রায় থাকে না

ফরাক্কা : কর্মচারী সূত্রে জানা যায় স্থানীয় ব্যারেজের জি এম অফিসের টেলিফোন অফিসে প্রায়ই নৈশ প্রহরী না থাকায় টেলিফোন কর্মীরা আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। খবর ঐ কর্মীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মহিলাও আছেন, যাঁদের রাতে ডিউটি দিতে হয়। তার উপর জি এম অফিসে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় ও জরুরী কাগজপত্রও থাকে। বর্তমানে ব্যারেজে চুরির ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক। এই অবস্থায় নৈশ প্রহরীর অভাবে সাধারণভাবে কর্মীদের আতঙ্কিত হবার কারণ রয়েছে।

স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা চক্র

সাগরদীঘি : গত ২৭ জুন স্থানীয় প্রাইমারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একটি স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ব্লক মেডিক্যাল অফিসার আশীষ মুখার্জী স্বাস্থ্য বিষয়ে যথোচিত শিক্ষা ও সে সম্বন্ধে সাধারণ জনগণকে সচেতন করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন। সমাজসেবী কমলারঞ্জন প্রামাণিক আবহাওয়া, বায়ু জল দূষণরোধে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণে জনগণকে সচেতন করেন। সমাজ উন্নয়ন আধিকারীক দ্বিজেন কুমার পাঠক সাম্প্রতিক ইউনিসেফ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন জনস্বাস্থ্য ও সরকারী পরিকল্পনা সম্বন্ধে সামাজিক চেতনা জাগিয়ে তুলতে হবে। সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের প্রোজেক্ট অফিসার গ্রামবাসীদের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের উপর জোর দেন। ব্লক হেলথ নার্স ও ব্লক সেনেটারী ইন্সপেক্টর জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন। স্বাস্থ্যকর্মীরা বলেন এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৭ মহিলা ও ১৭ পুরুষ কর্মীর পদ খালি আছে তা আজও পূরণ হলো না। সভাপতিত্ব করেন কর্মাধ্যক্ষ স্বয়ং এবং প্রধান অতিথি ছিলেন লুথারেন ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের ডাঃ ওবেদুল হক।

দীর্ঘতম সন্তরণ প্রতিযোগিতা

বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ সন্তরণ সংস্থার সাধারণ সম্পাদক দেবেশ সাহা আমাদের প্রতিনিধিকে জানান ৪৮তম বিশ্বের দীর্ঘতম ৮১ কিমি ও ১৯ কিমি (পুরুষ ও মহিলা) সন্তরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর। প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই। তিনি আরও জানান ৮১ কিমি প্রতিযোগিতার প্রবেশ মূল্য ৬০-০০ টাকা ও ১৯ কিমি প্রতিযোগিতার প্রবেশ মূল্য ৩০.০০ টাকা।

ইউনিয়নের দাপটে যা খুশী টাঙ্গা ভাড়া আদায় করা হচ্ছে

ধুলিয়ান : গত ২৭ জুন হঠাৎ বেআইনীভাবে টাঙ্গা ভাড়া বৃদ্ধিতে জনসাধারণের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ দেখা দেয়। যাত্রীদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পৌরসভা এলাকায় জোর করে ভাড়া আদায় এবং টাঙ্গাওয়ালাদের অশালীন আচরণ দৃষ্টি কটুভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পূর্বে যে হারে যাত্রীদের কাছে ভাড়া আদায় করা হতো সেই রেটই এখনও ডি এম কর্তৃক স্বীকৃত হয়নি। তাই এই ভাড়া বৃদ্ধি নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে টাঙ্গা ইউনিয়ানের এক জঘন্য পদক্ষেপ বলে জনগণ মনে করেন। এ ব্যাপারে টাঙ্গা ইউনিয়ানের সেক্রেটারী ইউসুফ হোসেনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতেই এই ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে। পৌরসভার আইন লঙ্ঘন করে নোটিশবিহীন হঠাৎ এ ধরনের ভাড়া বৃদ্ধি কেন করা হলো প্রশ্ন করলে সম্পাদক বলেন, আমরা বারবার প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করেছি—কিন্তু তাদের কাছ থেকে কোন উত্তর না আসায় এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি। এ ব্যাপারে ধুলিয়ান পৌরসভার চেয়ারম্যান তরুণ সেনের সঙ্গে আলোচনা করে জানা যায় ইউনিয়ন খেয়াল খুশীমত ভাড়া বৃদ্ধি করেছে। চেয়ারম্যান হিসেবে কি পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করেছেন জানতে চাইলে শ্রীসেন বলেন এ ব্যাপারে আমার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। আইন অনুযায়ী গত বছর তিরিশে আগষ্ট সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রস্তাবিত টাঙ্গা ভাড়া ডি এম এর নিকট এ্যাপ্রুভালের জন্য পাঠানো হয়েছিল তা আজও এ্যাপ্রুভড হয়নি। শহরে লাইসেন্সবিহীন টাঙ্গা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে শ্রীসেন বলেন আমরা এ ব্যাপারে তদন্ত করতে দু'জন কর্মী নিয়োগ করেছি।

শহরের ভিডিও কফি হাউসে ব্লু ফিল্‌ম চলছে

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় শহরে যে কটি ভিডিও কফি হাউস রয়েছে সেগুলিতে ব্লু ফিল্‌ম চলছে পুরোদমে বলে শহরবাসীদের অভিযোগ। প্রশাসনের নাকের ডগায় এই সমস্ত অশ্লীল ছবি চলায় উঠতি যুবক-যুবতীরা মানসিক দিক দিয়ে নীচে নামছে বলে অভিভাবকেরা আমাদের দপ্তরে অভিযোগ জানাচ্ছেন। পূর্বে প্রশাসন কড়া ব্যবস্থা নেওয়ায় শহরের বেশ কয়েকটি কফি হাউস বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে প্রশাসনের নীরবতার সুযোগ নিয়ে কফি হাউসগুলি আবার ব্লু-ফিল্‌মের কারবার শুরু করেছে বলে জানা যায়।

বেআইনী ভিডিও বন্ধে প্রশাসনিক তৎপরতা

ধুলিয়ান : সম্প্রতি বহরমপুরে ডি এমের চেম্বারে বেআইনী ভিডিও বন্ধের ব্যাপারে ডি এম, এ ডি এম, এস পি, এস ডি ও ও বিভিন্ন থানার অফিসারেরা ঐক্যমতে পৌঁছান। আলোচনায় ঠিক হয় লাইসেন্স বিহীন ভিডিওগুলিকে আটক করতে হবে। কিন্তু স্থানীয় শহরে বা সমসেরগঞ্জ থানা এলাকায় প্রচুর লাইসেন্সবিহীন ভিডিও চালু রয়েছে। এখানকার ভিডিও ঘরগুলির মধ্যে মাত্র তিনটির বৈধ লাইসেন্স আছে বলে জানা যায়। বিস্ময়ের ব্যাপার সমসেরগঞ্জ থানার পাশে ডায়মণ্ড ভিডিও কফি হাউসের কোন বৈধ লাইসেন্স না থাকলেও সেটি থানার চোখের সামনেই বহাল তবিয়তে চলছে

কেন এ বিপর্যয়

(২য় পাতার পর)

এবার প্রশ্ন—বামফ্রন্টের এই সমর্থন কত দিন? কেন্দ্রে এই দলটি যদি সমর্থন জানিয়ে যায় তাহলে এ রাজ্যেও প্রধান বিরোধী দল হিসাবে বি জে পি অনেকখানি প্রাধান্য পেয়ে যাবে, এবং বি জে পির যে উত্তরোত্তর অগ্রগতি তাতে করে সরাসরি বিরোধী দল হিসাবে পরবর্তি ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে ফ্রন্টের সমূহ বিপদ। তৎ দিনে কেন্দ্রে বিরোধী দল হিসাবে বি জে পির যে ইমেজ তৈরী হবে তার প্রভাবও পড়বে এ রাজ্যে। ফলে নিজস্ব ভাবমূর্তিকে বজায় রাখতে বাম দলগুলি পরবর্তীতে দেশে নির্বাচনের বাতাবরণ সৃষ্টি হলেই কংগ্রেস থেকে তাদের সমর্থন উঠিয়ে নেবে এবং এই রাজ্যে কংগ্রেসকেই বিরোধী দল হিসাবে প্রত্যাশা করবে—এটাই রাজনৈতিক ষ্ট্রাটেজি। অর্থাৎ সমর্থনের সময়কাল বড় জোর আড়াই বছর। স্বাভাবিক কারণে প্রশ্ন আসে এর সমাধান কোথায়? ঝানু রাজনীতি বিশারদরা আজ চিন্তাগ্রস্ত। হাং পার্লামেন্ট কিংবা রাষ্ট্রপতি শাসন সমাধানের সুস্থ পথ হতে পারে না। তাতে করে গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোটাই সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়ে যাবে।

সবচেয়ে নূতন যে পদ্ধতিটি গ্রহণ করা উচিত তা হল কোয়ালিশন সরকারের পতন রোধে রাষ্ট্রপতিকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান এবং প্রয়োজনবোধে বৃহৎ দলটি বিশেষ ক্ষমতা বলে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সরকার পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারে। যাতে করে বিরোধী দলগুলি নিজেদের আনুকূলিক হাওয়া অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের জন্য পুনরায় চিৎকার না করতে পারে তারজন্য সুনির্দিষ্ট নীতির প্রচলন করা উচিত।

লড়াই চলছে

(১ম পাতার পর)

ঘরেই বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র মজুত রয়েছে এবং বোমা তৈরী বর্তমানে এখানে কুটির শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। কংগ্রেসীদের দখল মুক্ত করতে সি পি এম এই সন্ত্রাস চালাচ্ছে বলে কংগ্রেসী নেতাদের অভিযোগ। নিরাপত্তার প্রয়োজনে গিয়াসুদ্দিনও নাকি বর্তমানে সাবধানে চলাফেরা করছেন। ঐ সব গ্রামের মুসলীম মেয়েরাও থানায় এসে নানা অভিযোগ জানিয়েছেন। কিন্তু থানা রাজনৈতিক চাপে চুপচাপ রয়েছে বলে গ্রামবাসীরা জানান। গত সপ্তাহে বিজেপিও বিক্ষোভ মিছিল করে যথাশীঘ্র ব্যবস্থা না নিলে তারা মহকুমা শাসক ও পুলিশ অফিসারকে ঘেরাও করবেন ও রঘুনাথগঞ্জ বন্ধ ডেকে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে জানান। এ ব্যাপারে এক সাক্ষাতকারে জনৈক দায়িত্বশীল পুলিশ অফিসার আমাদের প্রতিনিধিকে জানান—রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের গ্রামগুলিতে অশান্তির কোন নির্দিষ্ট ঘটনা নেই। ওখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ক্ষমতার লড়াই চলছে। রাজনৈতিক প্রভাবশালী নেতারা দু'পক্ষকেই মদত যোগাচ্ছেন। অশান্তির সঠিক কোন সূত্র না থাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে না। ভোটের পর থেকে সেকেন্দ্রা, ইমামনগর ও শ্রীধরপুরে তিনটি পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়। বর্তমানে ঐসব গ্রাম শান্ত। ২ জুলাই থেকে শ্রীধরপুর গ্রামের পুলিশ ক্যাম্পটি তুলে রাধানগরে বসানো হয়েছে। গ্রামে অশান্তি সৃষ্টির অভিযোগে পুলিশ ২০/২৫ জনকে গ্রেপ্তারও করে। কিন্তু পরে তাদের রাজনৈতিক চাপে ছেড়ে দিতে হয়।

কাজ পিছিয়ে গেল

(১ম পাতার পর)

বসানোর কাজের দায়িত্ব পান কে, এম, দাদিনা নামে জনৈক ঠিকাদারী সংস্থা। কিন্তু স্থানীয় কিছু লোক দাবী জানান বাইরের নয় লোক্যাল লোকদের ঐ কাজের ঠিকাদারী দিতে হবে। না হলে কাজ করতে দেওয়া হবে না বলে

শিক্ষকরা বেতন পাচ্ছেন

(১ম পাতার পর)

মুসাফিরখানা করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় স্কুলটির আর কোন গৃহই রইলো না। বর্তমানে স্কুলের কোন অস্তিত্ব না থাকলেও খাতা-কলমে স্কুল চলছে ও শিক্ষকরা বসে বসে বেতন নিচ্ছেন। স্থানীয় জনগণের দাবী পুরবোর্ড অনায়াসেই কোন ঘর ভাড়া নিয়ে স্কুল চালাতে পারেন। ভাড়া নিয়ে স্কুল চালানোর নজীরও পুরশহরে আছে। স্থানীয় টাউন ক্লাবের ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে একটি স্কুলও চলছে। তাই এখানেও সে ব্যবস্থা না নেওয়ার কোন কারণ নেই।

বরযাত্রীর মৃত্যু

(১ম পাতার পর)

বাকী ১১ জন বরযাত্রীকে গুরুতর আহত অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে আনা হলে সেখানে দু'জনের মৃত্যু হয়। নববধূর বেশ কয়েকটি দাঁত ভেঙ্গে যায়, বরেরও মাথায় জোর আঘাত লাগে। ম্যাটাডরটি বিয়ে নিয়ে লালগোলা থেকে ধুলিয়ানের কাগোরা হাতীছিত্রা গ্রামে ফিরছিল।

মাধ্যমিকে রাজ্যে চতুর্থ

(১ম পাতার পর)

অবদান স্মরণযোগ্য। স্কুল জীবনে কোন দিনই তার প্রাইভেট টিউটর ছিল না। সে পড়াশোনা ছাড়া খেলাধূলাসহ বিভিন্ন ব্যাপারে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে।

শাসানো হয়। কে এম দাদিনা সংস্থা কাজ শুরু করলে একদিন দুপুরে একদল লোক বোমা ফাটিয়ে পিস্তল দেখিয়ে কাজ বন্ধ করে দেয়। পুলিশ এই ঘটনায় তিনজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছাড়া আরও পাঁচজন কুখ্যাত সমাজবিরোধীকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দেয়। কোর্ট থেকে ওদের জামিন না মঞ্জুর হয়। পরে এরা জামিনে ছাড়া পায়। সমাজবিরোধীদের দাপট আজ এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে এখানে এন টি পি সির কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে না।

দুই ছেলের হাতে পিতার মৃত্যু

ফরাক্কা: গত ৪ জুলাই রাতে এই থানার বেনিয়াগ্রামের পাশের গ্রাম শ্রীরামপুরের মহম্মদ বিশ্বাস তাঁর দুই পুত্রের হাতে খুন হন। খবর মহম্মদ বিশ্বাসের দুটি বিয়ে। প্রথম পক্ষের ছেলেদের সাথে সম্পত্তি নিয়ে মহম্মদের বেশ কিছুদিন ধরে মনোমালিন্য চলছিল। ঘটনার দিন দ্বিতীয় স্ত্রীর সামনেই মহম্মদের দুই ছেলে হোসেন ও মেহমুদ মহম্মদকে হাঁসুয়া দিয়ে কোপ মারে। ঘটনাস্থলেই মহম্মদের মৃত্যু হয়। বর্তমানে দুই ছেলেই ফেরার।

বাড়ী বিক্রয়

সাগরদীঘি থানার নিকট তেমাথার মোড়ে সদর রাস্তার ধারে ব্যবসা এবং বাসোপযোগী বাড়ী (আড়াই শতক) বিক্রয় আছে। যোগাযোগের ঠিকানা—সত্যনারায়ণ ভকত, পোঃ সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ।

Centre for Career Development Courses

এখানে সুযোগ রয়েছে ঃ—

১। কমপিউটার ট্রেনিং ২। স্পোকেন ইংলিশ
৩। ব্যাঙ্কিং ও রেল ইত্যাদি পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং
৪। কমার্স শিক্ষার।

নতুন বছরের ভর্তি চলছে। যোগাযোগ করুন ঃ

এস. এন. চ্যাটার্জী বি. পি. চ্যাটার্জী

পাকুড়তলা

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ

কিস্তিতে পাওয়া যায়

বাস, লরী, ম্যাটাডোর, জীপ, প্রাইভেট কার ইত্যাদি। এছাড়া সাইকেল, ফ্যান, টিভি, সোফাকাম বেড, ষ্টিল আলমারী, খাট, ড্রেসিং টেবিল প্রভৃতি দৈনিক কিস্তির মাধ্যমে পাওয়া যায়।

সত্বর নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

দিলসনস্ মিউচুয়ালাইজার

গভঃ রেজি নং L/44399

সাগরদীঘি রোড, আইলের উপর, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বিঃ দ্রঃ—কমিশন এজেণ্ট চাই

আর্থিক পুনর্বাসনে আপনাদের সেবায় ঃ

শর্মিষ্ঠা ফাইনান্স লিঃ

গভঃ রেজিঃ নং ২১-৪৯৭২৫

SARMISTHA FINANCE LIMITED

রেজিঃ এবং হেড অফিস

দরবেশপাড়া ঃ রঘুনাথগঞ্জ ঃ মুর্শিদাবাদ

আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থী—

এ. মুখার্জী
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।